গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯

আইন অধিশাখা

জুলাই, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯

আইন অধিশাখা
জুলাই, ২০১৯

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
শিরোনাম	১
সংজ্ঞার্থ	১
উদ্দেশ্য	১
প্রযোজ্যক্ষেত্র	২
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের শর্তাবলি	২
নিবন্ধনের জন্য আবেদনের নিয়মাবলি ও অনুমোদন প্রক্রিয়া	২
নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান হালনাগাদ কার্যক্রম	২
উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি	৩
সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্ব	৩
জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য আবেদনের ফর্ম	৪
জেলে পরিচয়পত্র ফর্ম	৭
বিবিধ	৮

জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্যসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতেছে। দেশের প্রায় ১.৮৫ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মৎস্য উপখাতের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে, জেলে সম্প্রদায় অঞ্চলভেদে বিভিন্ন জলাশয়ে বিভিন্ন ধরনের জাল ও সরঞ্জাম দিয়া মৎস্য আহরণ করিয়া থাকে। কোনো কোনো জেলে সারা বৎসরই মৎস্য ধরিয়া জীবিকানির্বাহ করে আবার কেহ কেহ বৎসরের একটি নির্দিষ্ট সময় মৎস্য ধরিবার কার্যে নিয়োজিত থাকে। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে জেলেদের কোনো যথাযথ পরিসংখ্যান ছিল না। ফলে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করা যাইত না, সরকারি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলে নির্বাচনে সমস্যা হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মৎস্যজীবীদের যথাযথ পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর জানুয়ারি, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৬.২০ লক্ষ জেলেকে নিবন্ধিত করা হয়। তন্মধ্যে ১৪.২০ লক্ষ জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হইয়াছে। জেলেদের নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধন তালিকা হালনাগাদকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে ৪৮১৮-নিবন্ধন ফি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হইতেছে। বরাদ্দকৃত অর্থে সুষ্ঠুভাবে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা (Guidelines) প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২.০ **শিরোনাম :** এই নির্দেশিকা 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯' নামে অভিহিত হইবে।

৩.০ **সংজ্ঞার্থ :**

৩.১ 'জেলে' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রধারী জেলে যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কোনো জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম অথবা নৌকা অথবা নৌযান ব্যবহারপূর্বক সারা বৎসর অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য আহরণ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে;

৩.২ 'জলাশয়' অর্থ সরকারি মালিকানাধীন প্রাকৃতিক কোনো উন্মুক্ত অথবা বদ্ধ জলাশয় যথা—সমুদ্র, উপকূল, নদী, হাওর, বাঁওড়, প্লাবনভূমি, মরা নদী, বরোপিট, দিঘি, হ্রদ অথবা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বৃহৎ কোনো জলাশয়;

৩.৩ 'নিবন্ধন' অর্থ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী জেলেদের নিবন্ধন;

৩.৪ 'পরিচয়পত্র' অর্থ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮ অনুযায়ী নিবন্ধিত জেলেদের প্রদত্ত পরিচয়পত্র;

৩.৫ 'জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ' অর্থ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮-এ বর্ণিত 'উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি';

৩.৬ 'মহাপরিচালক' অর্থ মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

৩.৭ 'অনলাইন উপাত্তমূল (Online data base)' অর্থ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৮ (১)-এ নিবন্ধনের জন্য ছকে বর্ণিত মৎস্য অধিদপ্তরের বিদ্যমান ডিজিটাল তথ্যাদি; এবং

৩.৮ 'জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন ফর্ম' অর্থ এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১১-এ বর্ণিত ফর্ম।

৪.০ **উদ্দেশ্য :**

৪.১ জেলেদের চিহ্নিতকরণ, নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধন তালিকা হালনাগাদকরণ; এবং

৪.২ জেলেদেরকে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রণোদনা এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের কার্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ।

৫.০ প্রযোজ্যক্ষেত্র :

এই নির্দেশিকা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক জলাশয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

৬.০ জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের শর্তাবলি :

৬.১ বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক ও জাতীয় পরিচয়পত্রধারী হইতে হইবে;

৬.২ আবেদনকারীকে মৎস্য আহরণ পেশায় নিয়োজিত থাকিতে হইবে এবং এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ৩(১) অনুযায়ী জেলে হইতে হইবে;

৬.৩ জেলে হিসাবে নিবন্ধিত ও পরিচয়পত্রধারীর মৃত্যু হইলে তিনি তালিকা হইতে বাদ যাইবেন; এবং

৬.৪ পরিচয়পত্র হারাইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় সাধারণ ডায়েরি করিয়া উপজেলা মৎস্য অফিসকে অবহিত করিতে হইবে এবং উপজেলা কমিটির সুপারিশক্রমে মহাপরিচালক প্রতিলিপি (Duplicate) পরিচয়পত্র জারি করিবেন এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তা উহা বিতরণ করিবেন।

৭.০ নিবন্ধনের জন্য আবেদনের নিয়মাবলি ও অনুমোদন প্রক্রিয়া :

৭.১ জেলেরা স্বয়ং সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১১-তে উল্লিখিত ফর্মে আবেদন করিতে পারিবে;

৭.২ আবেদনের সহিত জেলের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ, ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হইবে;

৭.৩ প্রাপ্ত আবেদনপত্র 'উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি' যাচাইবাছাইপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন ও নিবন্ধন প্রদান এবং উপজেলা মৎস্য কার্যালয় অনলাইন উপাত্তমূল (Online database)-এ অন্তর্ভুক্ত করিবে;

৭.৪ 'উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি' কর্তৃক নিবন্ধিত জেলেদের তালিকা পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সুপারিশসহ মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করিবে; এবং

৭.৫ মহাপরিচালক কর্তৃক জারিকৃত পরিচয়পত্র স্ব স্ব উপজেলায় বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ে প্রেরণ করা হইবে।

৮.০ নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান হালনাগাদ কার্যক্রম :

৮.১ নিবন্ধিত ও পরিচয়পত্রধারীদের উপাত্তমূল (Database)-এ মৃত জেলেদের নাম বাদ ও নূতন জেলেদের নাম অনলাইন উপাত্তমূল (Online database)-এ অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং প্রতিবৎসর জুলাই হইতে ডিসেম্বরের মধ্যে উপজেলা মৎস্য অফিস উপাত্তমূল (Database) হালনাগাদের কার্য করিবে;

৮.২ উপজেলা পর্যায়ে নিবন্ধন ও হালনাগাদ প্রক্রিয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য মহাপরিচালক রাজস্ব বাজেটের নিবন্ধন ফি কোড হইতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করিবে এবং উক্ত অর্থ সিনিয়র /উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলবৎ সরকারি বিধিবিধান অনুসারে ব্যয় করিবে এবং বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষাযোগ্য হইবে; এবং

৮.৩ মহাপরিচালক জেলেদের পরিচয়পত্র মুদ্রণ বাবদ ব্যয় মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেট হইতে নির্বাহ করিবেন এবং উক্ত অর্থ বলবৎ সরকারি বিধিবিধান-অনুসারে ব্যয় করিতে হইবে এবং বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষাযোগ্য হইবে।

৯.০ উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটি :

(১)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
(২)	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
(৩)	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা	সদস্য
(৪)	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
(৫)	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(৬)	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য
(৭)	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	সদস্য
(৮)	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
(৯)	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য
(১০)	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার ক্ষেত্রে ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
(১১)	স্থানীয় মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত) দুই জন	সদস্য
(১২)	সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৯.১ কমিটির কার্যপরিধি :

(ক) জেলে হিসাবে নিবন্ধন অথবা হালনাগাদের জন্য প্রাপ্ত আবেদন যাচাইবাছাইপূর্বক অনুমোদন করা ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সুপারিশ;

(খ) নিবন্ধিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোনো জেলের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত হইলে উহা পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

(গ) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য অন্তর্ভুক্ত (Co-opt) করিতে পারিবে।

১০.০ সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দায়িত্ব :

(ক) জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন ফর্ম সংরক্ষণ, বিতরণ ও গ্রহণ;

(খ) প্রাপ্ত আবেদন ফর্ম যাচাই ও সুপারিশ গ্রহণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কমিটিতে উত্থাপন;

(গ) কমিটির সুপারিশ অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) নিবন্ধিত জেলেদের নিবন্ধনবহি ও ডিজিটাল তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা; এবং

(ঙ) কমিটি প্রদত্ত এই নির্দেশমালার অধীন অন্য কোনো পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ।

১১.০ **জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য আবেদনের ফর্ম :**

নিম্নবর্ণিত ফর্মে প্রত্যেক জেলেকে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণের জন্য আবেদন করিতে হইবে—

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন
রমনা, ঢাকা-১০০০

ছবি

জেলে নিবন্ধন ফর্ম

ডাকঘর : উপজেলা : জেলা : বিভাগ

১. নাম (বাংলায়) : .....

English (Capital Letter): .....

২. জাতীয় পরিচয়পত্র নং : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

৩. লিঙ্গ : ☐ পুরুষ ☐ মহিলা

৪. মাতার নাম : .....

৫. পিতার নাম : .....

৬. স্বামী/স্ত্রীর নাম : .....

৭. জন্মতারিখ : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ জন্মস্থান (জেলা) :.....
দিন মাস সাল
(কেবল ০১/০১/.....খ্রি. অথবা তাহার পূর্বে জন্মগ্রহণকারী জেলে তালিকাভুক্ত হইবেন)

৮. ০১-০১-২০..... : তারিখে বয়স : .....বৎসর .....মাস .....দিন

৯. ধর্ম : ইসলাম..... সনাতন ..... বৌদ্ধ .... খ্রিস্টান.... অন্যান্য .....

১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা : ☐ শুধু পড়িতে পারে ☐ শুধু স্বাক্ষর জানে ☐ পঞ্চম শ্রেণি ☐ অষ্টম শ্রেণি
☐ এসএসসি ☐ এইচএসসি ☐ স্নাতক অথবা তদূর্ধ্ব ☐ নিরক্ষর

১১. বৈবাহিক অবস্থা : ☐ অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ তালাকপ্রাপ্ত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা

১২. পরিবারের সদস্য সংখ্যা : .....জন ☐ স্বামী/স্ত্রী ☐ মাতা ☐ পিতা ☐ কন্যা ☐ পুত্র ☐ অন্যান্য...

১৩. জাতীয়তা : ☐ বাংলাদেশি (জন্মসূত্রে)

১৪. বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম/বাড়ি নং- ..... ওয়ার্ড নং- ..... ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন .....

১৫. স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম/বাড়ি নং- ..... ওয়ার্ড নং- ..... ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন .....

১৬. দৃশ্যমান শনাক্তকরণ চিহ্ন : .....

১৭. মোবাইল নম্বর (যদি থাকে) : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

১৮. পেশা : (ক) প্রধান পেশা ..... (খ) সহযোগী পেশা (সমূহ) .....

১৯. বার্ষিক আয় : .....টাকা (ক) প্রধান পেশা হইতে আয় : .....টাকা

(খ) সহযোগী পেশা(সমূহ) হইতে আয় :..... টাকা

২০. মৎস্য আহরণকাল : ☐ ৪ মাস ☐ ৬ মাস ☐ ৯ মাস ☐ সারা বৎসর

২১. মৎস্য আহরণস্থল : ☐ নদী ☐ ভূমি ☐ বিল ☐ হাওর ☐ বাঁওড়

☐ উপকূল ☐ সমুদ্র ☐ খাল ☐ অন্যান্য .....

২২. আহরিত মৎস্যের ধরন : ☐ কার্প মৎস্য ☐ ইলিশ ☐ আইড়/পাঙাশ ☐ SIS ☐ অন্যান্য.....

২৩. মৎস্য আহরণ সরঞ্জামের ধরন : ☐ ফাঁদ ☐ কেবল জাল ☐ জাল ও নৌকা ☐ ট্রলার ☐ বড়শি ☐ অন্যান্য..

২৪. সরঞ্জামের নাম: (ক) ..... (খ) ..... (গ) ..... (ঘ) .....

২৫. মৎস্য আহরণের ধরন : ☐ একা মৎস্য ধরে ☐ দলবদ্ধভাবে মৎস্য ধরে

২৬. দলে জেলের সংখ্যা: ☐ ২-৫ জন ☐ ৬-৯ জন ☐ ১০-১৪ জন ☐ ১৫ জন অথবা তদূর্ধ্ব

২৭. জালের মালিকানা : ☐ জেলে (একক) ☐ জেলে (দলের সবাই) ☐ মহাজন ও জেলে (অংশীদারি)

☐ মহাজন (একক) ☐ মহাজন (যৌথ) ☐ প্রযোজ্য নহে

২৮. নৌযানের ধরন : ☐ অযান্ত্রিক ☐ যান্ত্রিক ☐ ফিশিং ট্রলার

২৯. নৌযানের মালিকানা: ☐ জেলে (একক) ☐ জেলে (দলের সবাই) ☐ মহাজন ও জেলে (অংশীদারি)

☐ মহাজন (একক) ☐ মহাজন (যৌথ) ☐ প্রযোজ্য নহে

নৌযানের আকার : দৈর্ঘ্য-..... মিটার; প্রস্থ-..... মিটার, উচ্চতা-..... মিটার

৩০. নৌযানের মূল্য : .....টাকা

৩১. জালের আকার : দৈর্ঘ্য-..... মিটার; প্রস্থ-..... মিটার, উচ্চতা-..... মিটার

৩২. জালের মূল্য : .....টাকা টাকার উৎস .....

৩৩. নৌযানে নিযুক্তির ধরন ☐ শ্রমিক ☐ নিজে মালিক ☐ অংশীদার (জেলে/মহাজন) ☐ অংশীদার (জেলে/জেলে)

৩৪. মৎস্য বিক্রির স্থান : ☐ মহাজনের আড়ত ☐ যে-কোনো আড়ত ☐ বাজারে পাইকারি ☐ বাজারে খুচরা ☐ নৌকায়

৩৫. বার্ষিক সঞ্চয়/ঋণ : ☐ ৬ হাজার পর্যন্ত ☐ ৭-১২ হাজার ☐ ১৩-১৮ হাজার ☐ ২৫ হাজার$^{+}$ ☐ শূন্য

৩৬. জীবিকার আপৎকাল: ☐ ২ মাস পর্যন্ত ☐ ৩-৪ মাস ☐ ৫-৬ মাস ☐ প্রযোজ্য নহে

উপরিউক্ত তথ্যাবলি যথাযথ। কোনো তথ্য মিথ্যা প্রমাণিত হইলে আইনানুগ শাস্তি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিব।

.....
তথ্য প্রদানকারীর নাম, স্বাক্ষর/টিপসহি

.....
তথ্য সংগ্রহকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

.....
সনাক্তকারীর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

.....
যাচাইকারী (এফএ/এএফও)-এর নাম, স্বাক্ষর ও সিল

.....
সিনিয়র/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল

.....এখানে কাটিয়া তথ্য প্রদানকারী জেলেকে প্রদান করুন.....

প্রাপ্তিরশিদ

ফর্ম নং- ০০০০০০০১

নাম :.....পিতার/স্বামীর নাম :.....

(.....) ।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর.....

১২.০ **জেলে পরিচয়পত্র ফর্ম :** নিম্নবর্ণিত ফর্মে পরিচয়পত্র প্রস্তুত করিতে হইবে—

Government of the People's Republic of Bangladesh **DEPARTMENT OF FISHERIES**

FISHERMAN ID CARD
Issued on: ....

Photo	নাম		
	Name		
	পিতার নাম		
	মাতার নাম		
	Date of birth		
	Sex		
	The holder is a fisherman of Bangladesh		Director General

NID No.	**FID No.**

ঠিকানা	:	মহল্লা/গ্রাম	:		ইউনিয়ন	:	
ডাকঘর			:		উপজেলা	:	
জেলা			:				
Address	:	Mohalla/Vill	:		Union	:	
P.O			:		Upazila	:	
District			:				

এই কার্ডটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্পত্তি। কার্ডটি ব্যবহারকারী ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া গেলে নিকটস্থ উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইল।

This card is the propetry of the Government of Bangladesh.

If found, please return to Upazila Fisheries Office nearby.

বারকোড

১৩.০ বিবিধ

১৩.১ এই নীতিমালা জারির পূর্বে প্রকল্পের অধীন যেসকল নিবন্ধিত জেলের অনুকূলে পরিচপত্র প্রদান করা হইয়াছে ঐ সকল জেলে এই নীতিমালার অধীন নিবন্ধিত এবং পরিচয়পত্র জারিকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

১৩.২ এই নীতিমালার অধীন যেসকল জেলেকে নিবন্ধিত করা হইবে এবং পরিচয়পত্র প্রদান করা হইবে তাহাদের নিবন্ধন ক্রমিক নম্বর ইতঃপূর্বে প্রদত্ত সর্বশেষ নিবন্ধন ক্রমিক নম্বরের পরে আরম্ভ হইবে;

১৩.৩ কোনো কারণে জারিকৃত পরিচয়পত্র নষ্ট হইলে অথবা হারাইয়া গেলে তাহা এই নীতিমালার অধীন ও পদ্ধতিতে প্রদান করা যাইবে;

১৩.৪ এই নীতিমালার অধীন জারিকৃত পরিচয়পত্র জাতীয় পরিচয়পত্রের বিকল্প হিসাবে ব্যবহারযোগ্য হইবে না এবং এই নীতিমালার উদ্দেশ্য ও প্রযোজ্য ক্ষেত্র ব্যতীত ব্যবহার করা যাইবে না; এবং

১৩.৫ পরিচয়পত্র সংরক্ষণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পরিচয়পত্রধারীর।

বাঃসঃমুঃ-২৬৫৪ কম(বি-৬)/২০১৯-২০—২০০০ কপি বই, ২০১৯।